ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্ ।

নববিধান তত্ত্ব

শ্রীদুর্গাদাস বসু কর্তৃক
বিরচিত।

টাঙ্গাইল
আহ্মদীযন্ত্রে
শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সন আশ্বিন

মূল্য ।৶০ আনা।

ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

নববিধান তত্ত্ব

শ্রীদুর্গাদাস বসু কর্ত্তৃক
বিরচিত।

টাঙ্গাইল
আহ্‌মদী যন্ত্রে
শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সন আশ্বিন
মূল্য ।৶০ আনা।

ওঁব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

নববিধান তত্ত্ব।

নব বিধান প্রায় সাত বৎসর মধ্যে সমুদয় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত ও প্রচার হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা যোগী ভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ও হিন্দু মুসলমান বৈষ্ণব খৃষ্টান প্রভৃতি স্বজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়, এবং রাজা প্রজা পণ্ডিত মূর্খ কৃষক বণিক কোণের কুলবধূ পর্য্যন্ত নববিধানের কোলাহলে চমকিত ও জাগ্রত হইল, রাজ সিংহাসন টলিল। নববিধান প্রত্যেক নর নারীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া চিরকালের বদ্ধমূল কুসংস্কার দলাদলি বিরোধ বিসম্বাদ ভ্রম মোহ অহঙ্কার অভিমান ধ্বংস করিয়া মহাবল, ভীমবল ধারণ করিল। কাহার সাধ্য ইহার প্রতিকুলে দাঁড়ায়। চতুর্দ্দিকে কেবল নববিধানের কল্পনা ও নানা বিধ জল্পনা। কেহ বলে নববিধান সপ্তম বর্ষের শিশু তাহার এত বল এত বিক্রম কেহ বলে নববিধান কোথায় ছিল কে আনিল জাতি কুল মান গেল। কেহ বলে ঘোরকলি উপস্থিত কিছুই থাকিল না চির প্রথা চিরসংস্কার প্রাচীন পৌত্তলিক দুর্গ সকলই চূর্ণ

বিচূর্ণ হইল। কেহ পালাইতে চায় কো[illegible] রূপে ছাড়াইতে পারে না। কেহ পর্ব্বতে নির্জ্জনে গেল স্বর্গীয় বিধান সেইখানে যাইয়া তাহাকে ধরিল * ! স্বর্গের দূত যেখানে যাহাকে পায় অমনি ধরিয়া তাহার সঞ্চিত আসক্তি, পোষিতপাপ, দূষিত ভাব, যাহার যাহা প্রিয় সকলই কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল রাবণের † মধুবন অশোক বন ভাঙ্গা গেল সোণার লঙ্কা দগ্ধ হইল, অলঙ্ঘনীয় সমুদ্র বন্ধন হইল এবং পাপরূপ রাবণ, ব্যভিচার রূপ রাবণ, নাস্তিকতা রূপ রাবণ' পাষণ্ডতা রূপ রাবণ, নিরীশ্বর গ্রন্থরূপ রাবণ, অবিশ্বাসরূপ রাবণ, স্বার্থপররূপ রাবণ, কুতর্ক রূপ রাবণ কুযুক্তি রূপ রাবণ কপট রূপ রাবণ বিলাসিতা রূপ রাবণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার সুরারূপ রাবণ, বোতল রূপ রাবণ, পিপা রূপ রাবণ, অসংখ্য অসংখ্য রাবণ সদলে নিধন হইল। মার ‡ সসৈন্যে মারা গেল, সয়তানের § রাজ্য ও একাধিপত্য দূর হইল। যে সকল বীর পলওয়ান স্বর্গীয় দূতের প্রতিকুলে দাঁড়াইল, তাহারা অচিরাৎ ধরাশায়ী হইল; কত

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর হিমালয় হইতে লিখিয়াছিলেন "আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বত বাস এখানেও নববিধানের কোলাহল উপস্থিত"।

‡ মার নামক রীপু শাক্য মুনির যোগ ভঙ্গ করিতে আসিয়া সদলে নিধন হইল।

§ সয়তান অর্থাৎ পাপ আসিয়া ঈশাকে ভুলাইতে প্রবর্ত্ত হয় ঈশা "দূরহ সয়তান" বলিয়া পাপাসুরকে উড়াইয়া দিয়া ছিলেন।

বিদ্যাভিমানী ধনাভিমানীর উন্নত মস্তক ও উষ্ণ মস্তিষ্ক অবনত ও শীতল হইল, কত বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মাভিমানিগণ হাল্‌সে বেহাল, কত সভ্য জ্ঞানী বিদ্বানেরা নাস্তানাবুদ থানে খারাপ হইল, আবার কত শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকে না খেয়ে মাতাল হইল, কত নিরীহ দুর্ব্বল অসহায় আত্ম বিসর্জ্জন করিল। অতঃপর নববিধান মহাবীর পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম ভারতে গুঁটাইয়া আনিয়া তন্ন তন্ন রুবত ভিতরের ধন দৌলদ বাছিয়া লইয়া আত্মসাৎ করিল তুমুল যুদ্ধ ও ধুম লুটপাটে পৃথিবী কম্পিত কলেবর ও টল মল প্রায়। বিধান-সিংহ-বাহীণী পবিত্রাত্মা ভগবতী স্বয়ং যুদ্ধের সেনাপতি, কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখে আগুয়ান হয়। মায়ের হুঙ্কারে ও দারুণ অসিঘাতে সর্ব্ব প্রকার পাষণ্ডতা, নাস্তিকতা বিনাশ হইতে লাগিল। কড়াল বদনা জননী অসুর বধ করেন, আর মাভৈ রবে তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে ডাকেন " এস বাছারা আমার নববিধান গ্রহণ কর, স্বর্গ রাজ্য নিকটে " এই লও বর লও বলিয়া অভয় হস্ত প্রসারণ করিলেন। এই রূপে " আর নাহিভয় হ'ল মায়ের জয় " ভারত আকাশে প্রতিধ্বনি ও নববিধান ভারতে সম্পূর্ণ জয় যুক্ত ও দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অসংখ্য অগণ্য নর নারী সাদরে নববিধান গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ ও মায়ের প্রেম পরিবার ভুক্ত হইল।

অনন্তর ভারতের নববিধান সিন্ধু উথলিয়া প্রবল বান ডাকিয়া প্রচণ্ড বেগে এসিয়া ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, সমুদয় পৃথিবী এক কালে প্লাবিত করিল; মহা প্রলয় উপস্থিত। পৃথিবী নববিধানের বিক্রমে পরাস্ত হইয়া আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক নববিধানের জয়পত্র লিখিয়া দিল, প্রজাত্ব স্বীকার করিল।

নববিধানের দিগ্বিজয় হইল। নববিধানের অভ্যুদয়ে কত পাপী তাপীর ঘোর পরিবর্ত্তন, সংশোধন, এবং নবজীবন লাভ হইল। দেশ বিদেশের প্রাচীন ধর্ম্ম নববিধানে বিলীন হইল। চতুর্দ্দিকে কেবল পরিবর্ত্তন ও বিপ্লাবন উপস্থিত; সকল হৃদয়েই নূতন শক্তি, নূতন ভাব, নূতন আলো বিকাশ প্রাপ্ত হইল। পুরাতন ভাব পুরাতন রুচি আর কাহার ভাল লাগে না। নববিধান যে কেবল ধর্ম্ম জগৎ অধিকার করিল তাহা নহে, নববিধানের ছটা সকল বিভাগেই প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্বেচ্ছা রুচি সভ্যতা এবং সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে নববিধানের আলো প্রতি ফলিত হইয়া পড়িয়াছে। নববিধানের রাজ্য ও শাসন খুব দ্রুত বেগে চলিতেছে; কিন্তু সুশাসন ও সুবন্দোবস্ত এপর্য্যন্ত সাধারণের ভূমিতে সুদৃঢ় ও চুরান্ত রূপে মূলী ভূত হয় নাই। জন সমাজে ভিতরে ভিতরে অনেক বিধান বিরোধী ভাব রহিয়াছে। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ঐহিক সুখে, বহির্ব্বিষয়ে মত্ত থাকায় হৃদয়ের প্রতিভা বিহনে নববিধানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছে না। এখনও সাধারণ জন সমাজে নববিধান সম্পূর্ণ বদ্ধ মূল হয় নাই, অনেকে একবারে নববিধান বুঝিয়া উঠে নাই। যাহারা নববিধান মৌখিক স্বীকার করে তাহাদেরও অনেকের অনেক ভ্রম কুসংস্কার আছে। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অনেক উচ্চ দরের ব্রাহ্মগণ নববিধান গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই নববিধানের প্রেরিত ভক্ত কেশব চন্দ্রকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন, তাঁহার প্রচারিত নববিধানের উপদেশাদি ভাল বলেন ও নব নব মাধুর্য্য-রস পান করেন, এবং

সেই সকল ভাব ও উপদেশ লইয়া তাঁহারাও প্রচার ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, আবার তাঁহারাই নববিধান বুঝেন না বলিয়া অগ্রাহ্য করেন ; নববিধানের কাজ এখনও পৃথিবীতে সমাপ্ত হয় নাই, অনেক কাজ বাকি রহিয়াছে ; ক্রমশঃ নববিধান গাড়ি চলিতে থাকিবে ; অনন্ত কাল চলিবে। ভবিষ্যতে মায়ের প্রেম-পরিবার সম্পূর্ণ রূপে গঠিত হইবে। নববিধানের সারতত্ত্ব সাধারণের গ্রহণের সুবিধার্থে নিম্নে প্রশ্নোত্তর লিখিয়া সংক্ষেপে প্রকাশ করা গেল ইহাতে যদি জন সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয় তাহাও কৃতার্থের বিষয়।

লিখকের বিদ্যা বুদ্ধি মতিগতি সকলই হে পতিতপাবন তুমি জান। হে প্রাণেশ! হে পরেশ! হে লোকেশ! তুমি আসিয়া দুর্ব্বল লিখকের মনঃ প্রাণ আলোকিত কর। তুমি বিহনে হৃদয় মন প্রাণ আত্মা সকলই অন্ধকার, অসাড় ও মৃত প্রায়। তুমি লিখকের অন্তরে প্রকাশিত থাক, তাহার হস্তের লেখনি চালাও, আবার এই নববিধান তত্ত্বের পাঠকগণের হৃদয়ে জাগ্রত থাকিয়া ইহার ভাব এবং ইহাতে যাহা অস্ফুট কিম্বা উহ্য আছে তাহার ভাবোদ্ধার করিয়া তোমার যুগধর্ম্ম-ভারতী পাঠকগণকে বুঝাইয়া দাও। ভাষার দোষ, ব্যাকরণ দোষ, অলঙ্কার দোষ, লিখার দোষ, যাহা এই প্রবন্ধে ঘটিয়াছে তজ্জন্য লিখক দায়ী। তুমি দুর্ব্বল অসহায় জানিয়া ক্ষমা কর, এবং পাঠকগণকে শুভ বুদ্ধি দিয়া ক্ষমা করিতে প্রবৃত্তি দাও, আর ইহা পাঠ করিয়া যদি সাধারণের মঙ্গল হয় তজ্জন্য তুমি গৌরবান্বিত হও। লিখকের নিজের কোন গৌরব নাই, জয় এবং গৌরব তোমারই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১ প্রঃ। নববিধান কি ?

উঃ। নববিধান বিধাতার প্রেরিত নূতন ধর্ম্ম। পবিত্রাত্মা হরি দয়া করে পাপীর পরিত্রাণার্থে এই মর্ত্ত্যলোকে নববিধন প্রেরণ করিয়াছেন। যখন কোন দেশ কি অঞ্চল বা কোন জাতি পাপ ব্যভিচারে উৎসন্ন হয়, অবিশ্বাস নাস্তিকতায় ডুবিয়া যায়, ঈশ্বর পরকাল এবং ধর্ম্মের প্রতি আস্থা শূন্য হয়, স্বেচ্ছাচার ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, মানুষ ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে চায় না, যাহারা স্বীকার করে তাহাও মৌখিক, জীবনে নহে এবং মানুষ যখন ঈশ্বরের শরীক হইয়া দাঁড়ায় ও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করে, তখনই পতিত পাবন হরি পতিত দেশ পতিত জাতির উদ্ধার জন্য যুগে যুগে নানা ধর্ম্ম-বিধান প্রেরণ করিয়া পতিতকে উদ্ধার করেন। তদ্রূপ এই ঘোর কলিকালে দয়ালহরি দুঃখী পাপীর পরিত্রাণের জন্য ধরাধামে নববিধান পঠাইয়াছেন। নববিধানের গুণে পতিত বঙ্গদেশ পতিত ভারতবর্ষ পাপ হইতে মুক্ত হইতেছে, নূতন ধর্ম্মলাভ করিতেছে, এবং সমুদয় পৃথিবী নবজীবন নবভাব নূতন আলোক ও অসংখ্য নর নারী মৃত্যু-কূপ হইতে উদ্ধার পাইতেছে। নববিধানে কত মরা মানুষ বেঁচে গেল, কত শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইল, কত কাণা খোঁড়া অন্ধ আতুর বধির বোবা ত'রে গেল, কত মরুভূমি তুল্য শুষ্ক হৃদয় সরস ও উর্ব্বরা হইল ; কত মূর্খ পণ্ডিত হইল, কত অভক্ত ভক্ত হইল, কত পাপাসক্ত দুরাচার মুক্ত হইল, কত অশক্ত দুর্ব্বল শক্তি পাইল, কত জন বীর রূপে পৃথিবীকে কম্পিত করিল। যাঁহারা নব বিধান গ্রহণ করিতে সক্ষম তাহারাই ভাগ্যবান, যাহারা নব বিধান অস্বীকার করে তাহারা "কৃপাপাত্র অতিদীন"।

পূর্ব্বকালে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, মধ্যবর্ত্তী একজন না থাকিলে পরিত্রাণের হেতু ছিল না, তখন সাধু মহাজন কিম্বা ধর্ম্মগ্রন্থই ঈশ্বর এবং ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া প্রতীতি ছিল। তৎকালে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন স্বার্থপরতা হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ, এবং কতক গুলি মৃত ও জীবন শূন্য ধর্ম্ম মানব সমাজে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল। নববিধান মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগ দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে স্বয়ং পবিত্রাত্মা ভগবান মানবাত্মাতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিবিধ লীলা বিহার ও আদেশ উপদেশ এবং শক্তি আলোক তেজ প্রদান করেন, সেই পবিত্রাত্মাকে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার আদেশ উপদেশ মানিয়া কেবল তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইলে নববিধান সমুৎপন্ন হয়। পবিত্রাত্মা ভগবান ধর্ম্মের প্রবাহ ও আবহ; তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইলে নববিধান মহাশক্তি সমাগত হয়। পবিত্রাত্মা ঈশ্বর পুরাতন হইলেও তিনি, নিত্য নূতন সুন্দর এবং অসীম, তাঁহার কার্য্য অসীম; তাঁহার কথা অফুরান্ত তাঁহার বিধান সুন্দর এবং নূতন। অন্তরস্থ সদগুরু পবিত্রাত্মার প্রভাবে এই অসীম, সুন্দর ও নূতন ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর এবং তাঁহার দ্বারা ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ তিনি যে দিকে চালান ফকিরী কি রাজম্পদে গৃহে কি বৃক্ষ মূলে, অট্টালিকায় কি পর্ণ কুটীরে. সজনে কি নির্জ্জনে, সবান্ধবে কি নির্ব্বান্ধবে ও যখন যে কার্য্য করিতে, যে কথা বলিতে, যে সাধুর নিকট উপদেশ নিতে, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে, যে ঘটনায় লিপ্ত হইতে আদেশ উপদেশ ও ইঙ্গিত করেন সেইরূপ চলিলে ও সেই কার্য্য

করিলে নববিধান উৎপন্ন হয়। তিনি একের ভিতর যে সত্য প্রেরণ ও প্রকটন করেন তাহা আবার জনসমাজে তিনি নিজেই বুঝাইয়াদেন। তিনি স্বয়ং গুরুগিরি না করিলে এক জনেতে সত্য সমাগত হওয়া এবং অন্যে তাহা বুঝা উভয়ই অঘটনীয় হইত। পবিত্রাত্মা ভগবান মানবাত্মাতে ক্রিয়া করিতেছেন। তাঁহার ইঙ্গিতে সকল জানা যায় ও বুঝা যায়। সুতরাং ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে অন্য কোন গুরু কি মধ্যবর্ত্তী স্থান পাইতে পারিল না। পবিত্রাত্মা ঈশ্বর স্বয়ং উপদেষ্টা ও চালক। এখন মধ্যবর্ত্তী অবতার সকল অন্তরায় একবারে ঘুচিয়া গেল, স্বয়ং পবিত্রাত্মাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন। এই অন্তরস্থ পবিত্রাত্মাকে টের না পাইলে, তাঁহার আদেশ উপদেশ শ্রবণ না করিলে এবং হৃদয় দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে মনে প্রাণে ও আত্মাতে ক্রিয়া করিতে না দিলে ও তাহার দ্বারা চালিত না হইলে, কেহ নববিধান বুঝিতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বিধাতার নববিধান চলিয়া আসিতেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহারই মঙ্গল আদেশে নববিধান চলিতেছে; অনন্তকাল চলিবে। নববিধানে মানুষের মতামত লইয়া আর শঙ্কটে পড়িতে হয় না যত কেন কঠিন সমস্যা উপস্থিত না হয় কাতর প্রাণে হৃদয়স্থ পথ প্রদর্শক পবিত্রাত্মা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মীমাংসা করিয়া দেন। পবিত্রাত্মা শ্রীহরি এই পাপাক্রান্ত কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া নববিধান প্রেরণ করিতেছেন। শ্রীহরি সাধু ভক্ত দুঃখী পাপী তাপী সকলকেই নববিধান বিলাইতেছেন। তিনি সকলের দ্বারেই উপনীত, কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। মানুষ শুভ যোগে আত্ম ইচ্ছা বলিদান পূর্ব্বক জীবনে পবিত্রা-

আর ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দিলেই নববিধান লাভ করিতে পারে। পবিত্রাত্মা হরি আমাদের অতি নিকট একবারে প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হইয়া মিশিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে ব্যাকুল অন্তরে চাহিলে তিনি দেখা দেন, আদেশ উপদেশ করেন, তাঁহার অপেক্ষা ঘনিষ্ট ও সুহৃদ ত্রিজগতে আর কেহ নাই। তিনি বাঙময় ঈশ্বর, অনবরত মানবাত্মায় জ্ঞান যোগে ও ঘটনাবলির মধ্য দিয়া অজস্র কথা বলিতেছেন। এই কথা যিনি শ্রবণ এবং অনুসরণ ও পালন করেন তাঁহাকেই নববিধান বাদী বলা যায়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরের হস্তে স্ত্রী পুত্র ধন জন সহ আত্মসমর্পণ ও জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত করেন এবং বিধান-স্রোতে জীবন-তরি এক কালে ভাসাইয়া দেন।

২প্রঃ। যদি সৃষ্টি হইতে নববিধান চলিয়া আসিতেছে তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান সকলকে নববিধান বলা যায় না কেন ?

উঃ। ঈশ্বর এই উনবিংশ শতাব্দির নূতন ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর চিরসুন্দর, চিরনূতন, তিনি নিত্য ক্রিয়াশীল। তিনি যুগে যুগে নূতন জ্ঞান, নূতন শক্তি, নূতন জ্যোতিঃ নূতন আলোক প্রভৃতি বিবিধ বিধান তাঁহার ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশ করেন, ভক্তগণ সেই সকল বিধান প্রচার করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নূতনত্ব হইতেই বিধানের নাম নববিধান হইয়াছে সুতরাং নববিধানও যুগে যুগেই চলিতেছে। যে সমস্ত ধর্ম্ম বিধান যুগে যুগে ক্রমান্বয় প্রচার হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি পবিত্রাত্মা ঈশ্বরের নববিধান। পবিত্রাত্মা ভগবান হইতে মহাপুরুষগণের মধ্য দিয়া যে বিধান অবতরণ করিয়াছিল

মহাপুরুষগণ কেবল বিধাতার হস্তের যন্ত্র স্বরূপ মাত্র ব্যবহৃত হইয়া বিধান সকল উৎপন্ন ও প্রচার করিয়াছেন। এই রহস্য পূর্ব্বে জন সমাজে গুপ্ত ও অপরিস্ফুট ছিল। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাদিষ্ট কিম্বা অনাদিষ্ট হইয়া যাহা বলিতেন কি করিতেন সে সকলই ধর্ম্ম এবং উহা সমস্তই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জন সাধারণ্যে গৃহীত হইত সেকালে ঈশ্বর এবং মহাপুরুষগণের মধ্যে ভেদাভেদ এবং ঈশ্বর প্রেরিত বিধান ও মহাপুরুষের বুদ্ধির উদ্ভাবন কিছুরই বিভিন্নতা ছিল না এজন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান মলিনত্ব ও সত্যাসত্য মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল বিশেষতঃ এক একটি মহাপুরুষ এক এক যুগে এক এক প্রকারের ধর্ম্ম বিধান প্রকাশ করিয়াছেন যখন যে বিধানটি প্রচার হইয়াছিল তাহাকে নববিধান বলিলে আবার যখন অন্য একটি বিধান প্রচার হইল তখন সেটিকেও নববিধান বলা উচিত অথচ তৎকালে ধর্ম্মেধর্ম্মে বিবাদ থাকায় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য ছিল না প্রত্যেকটি ধর্ম্ম বিধান স্বতন্ত্র ছিল সুতরাং কোনটির সৌন্দর্য্য ও নবত্ব পূর্ণ বিকাস না হওয়ায় তখনকার ধর্ম্ম বিধানে নূতনত্ব উপলব্ধি হইয়াছিল না এজন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানকে কেহ নববিধান বলেন নাই। বিধান যখন সম্পূর্ণ রূপে পবিত্রাত্মার বিধাতৃত্ব শক্তির ক্রিয়া হইল তখন পবিত্রাত্মা ভগবান মানুষকে যন্ত্র স্বরূপ চালাইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া সুন্দর পূর্ণায়ব নূতন বিধান গঠন করিলেন। ভবিষ্যতে যত নূতন নূতন বিধান সমাগত হবে তাহাও নববিধান। আর ভূতকালের যে সকল বিধান পবিত্রাত্মার প্রভাবে নূতন রূপে উপলব্ধি হয় তাহা ও নববিধান। নববিধানে ভূত ভবিষ্যত কাল বর্ত্তমান হইল। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা ও

কর্তৃত্ব দূর হইয়া বিধাতার শক্তি আলোক যে বিধানের মূলে কার্য্য করে তাহা কি কখন পুরাতন কিম্বা মলিন হইতে পারে? তাহা চিরনব চিরসুন্দর থাকিবেই। যেকালে মানুষে, ঈশ্বর এবং মহাপুরুষের ভেদ জ্ঞান জন্মিল ও যেকালে বিধাতার বিধান ও মানবীয় বুদ্ধির কার্য্যের পার্থক্যতা অনুভূত হইল ও বিধানের যখন নূতনত্ব উপলব্ধি হইল সেই কাল হইতে নববিধানের অভ্যুদয়।

৩প্রঃ। আর কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিধান অবতরণ হইবে না?

উঃ। পৃথিবীতে এখন আর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অবতীর্ণ হইবে না তাহা হইলে নববিধান আজও আসে নাই ইহার পরে আসিবে ফলে তাহা নহে এখন নববিধান জগতে সমাগত হইয়াছে; ক্রমশঃ নব নব ধর্ম্মের প্রবাহ বহিতে থাকিবে, নববিধান ক্রমোন্নতিলাভ করিয়া উত্তরোত্তর পরিস্ফুট, বলিষ্ট, সুপ্রতিষ্ট হইয়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বংশের পূর্ণ ধর্ম্ম হইবে। এই যে চতুর্দ্দিকে নববিধানের প্রতি শত্রুতা ও দলাদলি এবং বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে যত কেন ভয় বিভীষিকা না আসে নববিধান কিছুতেই খর্ব্ব হইবে না। নববিধান বাহু বলে পৃথিবী জয় করিল; ভিতরের বিদ্রোহীতা যত কেন না থাকুক কালে নববিধানের পরাক্রমে বিরোধীভাব তিরোহীত হইবে। এক ঈশ্বর এক শাস্ত্র এক ধর্ম্ম ভিন্ন সংসারে আর দলাদলির ধর্ম্ম থাকিবে না।

৪প্রঃ। আর কি মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ মহাপুরুষের উৎপত্তি হইবে না?

উঃ। মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ মহাপুরুষের আগমনের আবশ্যকতা

নাই। মধ্যবর্ত্তীর কাজ স্বয়ং পবিত্রাত্মা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন স্বয়ং ভগবান ধর্ম্ম প্রেরক ও প্রচারক এবং গুরু। সময় সময় ভক্তগণ সংসারে আবির্ভূত হইয়া পবিত্রাত্মার প্রেরিত নববিধানের মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। প্রেরিতগণ কেবল শ্রীহরির হস্তের বাঁশী স্বরূপ। যখন বংশীবয়ান শ্রীহরি সতীরূপ জীবাত্মা বংশীতে ফুৎকার দেন, তখন সেই পরম পবিত্র জীবাত্মাসতী চমকিত হইয়া জয় সতীর পতি প্রাণপতি শ্রীহরি, জয় সাধু ভক্তবৃন্দ, জয় বিধানের জয় বলিয়া বংশীরবে বাজিতে থাকে! সেই জীবাত্মা-সতীর সঙ্গে আরো সতী-আত্মা সকল সখী রূপে মিলিত হয়, তখন প্রাণ-পতি সকল আত্মা বংশী একত্র করিয়া জমাট বংশী বাজাইয়া ভুবন মোহিত করেন; সেই বংশীরবে চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া দল সংগঠিত করে। এই দলেই বিধান সমাগত হয়। দল ভিন্ন বিধান আগত হয় না বৌদ্ধ বিধান, ঈশা বিধান, মুসা বিধান, শ্রীকৃষ্ণ বিধান, শ্রীগৌরাঙ্গ বিধান, নববিধান, সমস্ত বিধানই দলে প্রচারিত হইয়াছে। বিধানবাদী ভক্তের দলেই মুক্তি, দলেই শান্তি, দলেই পুষ্টি, দলেই বল, দলেই জীবন, ইহারা দলের মাঝে পরস্পরকে সেবা করিয়া বাঁচিয়া থাকে, ইহাদের দলগত প্রাণ। দলে একটু বিচ্ছেদ ঘটিলে, অনৈক্য হইলে ইহারা গোটে গোটে শুখাইয়া যায়। মৃত্যুর কালিমা আসিয়া ইহাদের আত্মাকে আবৃত করে। দলে একতাই মূল, দলের ভিতর দলপতি কল চালান, মধুর বংশীধ্বনি করেন, নর নারীর মন প্রাণ সহিতে টানেন।

৫প্র। পবিত্রাত্মা কাহাকে বলা যায় ও তাঁহার দ্বারা কি মহান ব্যাপার সংঘটন হইয়াছে।

উ। ঈশ্বর যখন মানবাত্মাতে অবতীর্ণ অর্থাৎ উদয় হইয়া মানুষকে চালান, এবং মানুষকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া নিজেই সঙ্গী হইয়া তাঁহার আপনার দিকে লইয়া যান, তখন তাঁহাকে পবিত্রাত্মা বলা যায়। ঈশ্বর মহান্ এবং ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহার সম্পূর্ণ তেজ ও প্রতাপ এবং জৌলস দুর্ব্বল মানব আত্মাতে সহ্য হইতে পারে না এজন্য পূর্ণাবির্ভাব না হইয়া কেবল আত্মারূপে মানবাত্মায় প্রকাশিত হন। এই পবিত্রাত্মা কম বেশ রূপে সকলের মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছেন। ইনিই নববিধানের প্রবর্ত্তক। পবিত্রাত্মা ভগবান ভারতে নববিধান উদ্ভাবন জন্য তুমুল কাণ্ড কারখানা করিলেন, ভারতবাসী হিন্দুগণ গৌরব করিতেন "ভারতবর্ষে যেরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত ও যে সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে এরূপ আর কোথাও নাই। ঈশ্বরের যত কৃপা যত শাস্ত্র তাহা কেবল ভারতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে অন্যত্র কুত্রাপি তাঁহার কার্য্যকলাপ ও শাস্ত্র প্রকাশ নাই; অন্যান্য দেশ যেন ঈশ্বর বর্জ্জিত, কেবল ভারতবর্ষেই তিনি নিয়ত বদ্ধ আছেন" এইরূপ অহঙ্কারে হিন্দুগণ প্রমত্ত হইয়া অন্য জাতিদিগকে অবহেলা ও তাহাদিগকে যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি তুচ্ছার্থক নামে অভিহিত করিতেন। হিন্দু শাস্ত্র যবন ম্লেচ্ছ জাতির শিক্ষা ও স্পর্শ করার অধিকার ছিলনা। হিন্দুরা বিজাতিদিগকে ভ্রাতৃভাবে স্নেহ করা ও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদিগ হইতে শিক্ষা লাভ করা দূরস্তাং পাছে তাহাদের সহিত ছুতিস্পর্শ হয় এজন্য সর্ব্বদা সাবধান ও ব্যবধান থাকিতেন, অধিক কি তাহাদের ছায়া স্পর্শকরাও অপবিত্র জ্ঞান করিতেন। দর্পহারি হরি হিন্দুদিগের গর্ব্বিত মস্তকে এমনি

আঘাত করিলেন যে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদের হস্ত হইতে মুসলমানের রাজ্যাধীন করিয়া দিলেন। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে জয় করিয়া ভারতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কেবল মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক ও কাফের ব্যাখ্যা করিতেন। মুসলমানেরা বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত ভারতে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা বল পূর্ব্বক কত হিন্দু নর নারীর জাতিঅন্তকরিয়া তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া ছিলেন, এবং দুরন্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া হিন্দু-শাস্ত্র অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলাইয়া ছিলেন। হিন্দুদিগের দুর্গতির সীমাছিল না; তখন পবিত্রাত্মা হরি মুসলমান জাতিকে নির্জ্জাতন করার জন্য মহাসাগরের পর পার হইতে ধবল কান্তি সবল জাতি ইংরেজদিগকে ভারতে আনিয়া আবার মুসলমানদিগের দর্প খর্ব্ব করিয়া ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের রাজ্য ভুক্ত করিয়া দিলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দুই জাতির মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে পাদরি সাহেব দিগকে প্রেরণ করিলেন। পাদরি সাহেবেরা হিন্দু মুসলমান দিগের ধর্ম্মকে যারপর নাই অসত্য প্রমাণ ও পদ-দলন করিতে লাগিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই, যাহারা খৃষ্টান নয় তাহারা অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে ইত্যাদি প্রচার ও নানা প্রলোভন দিয়া কত হিন্দু মুসলমানদিগকে খৃষ্টান করিলেন। একেত ভারতবর্ষ তখন শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, নানক পন্থি, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক প্রভৃতি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, দ্বৈতবাদ অদ্বৈত বাদ, যোগ ভক্তি জ্ঞান সেবা প্রভৃতি ধর্ম্মে ধর্ম্মে ও বেদ শ্রুতি পুরাণ আগম প্রভৃতি অসংখ্য

গ্রন্থে গ্রন্থে বিবাদ বিসংবাদে একেকালে রসাতলে যাওয়ার উপক্রম, তাহাতে আবার মহম্মদীয় খৃষ্টীয় দুই প্রবল ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হওয়াতে এমনি ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, ভারতের কত দুর্গতি অবনতি ঘটিল, ভারত সন্তানগণ সম্পূর্ণ রূপে সত্য ধর্ম্ম হারাইয়া অবিশ্বাস নাস্তিকতা মহা পাপে ডুবিয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। বিপদ ভঞ্জন দয়াল হরি ভারত উদ্ধারের জন্য পৃথিবীর ধর্ম্মাভিমানীদিগের উন্নত মস্তকে বাজ হানিলেন। সেই চক্রধরের চক্র কে বুঝিতে পারে? তিনি বিভিন্ন জাতিকে রাজ্যদিয়া পৃথিবীর যাবদীয় ধর্ম্ম কৌশল ক্রমে ভারতে একত্রিত করিয়া ছিলেন, ঐ ধর্ম্মরূপ মহাসাগর মন্থন করার জন্য স্বয়ং পবিত্রাত্মা হরি স্বর্গের দেব দেবী দল বল সহ পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ রাজা রাম মোহন রায় তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর অবশেষে কেশব চন্দ্রকে ধরিয়া তাঁহার হস্তের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার ও পরিচালন করিলেন। প্রথমোক্ত দুই মহাত্মা কেবল হিন্দু ধর্ম্ম মন্থন করিয়া বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন ও নিরাকার ব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাই এখনকার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। শেষোক্ত কেশবচন্দ্র হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি পৃথিবীর যাবদীয় ধর্ম্ম পবিত্রাত্মার হুঙ্কারে জমাট করিয়া এমনি মন্থন করিলেন যে, তাহাতেই উদার নববিধান উৎপন্ন হইল। সর্ব্ব ধর্ম্মের বিবাদ বিসংবাদ মত ভেদ দূর হইয়া ধর্ম্মে ধর্ম্মে মহা সমন্বয় ও মহা সম্মিলন হইল। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের সত্য, ভাব, শক্তি ও সাদৃশ নববিধানে মিশিয়া গেল, সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক ও স্বজাতীয়

বিজাতীয় ধর্ম্ম নববিধানের অন্তর্গত হইল, সকল ধর্ম্মের ভাব শক্তি নববিধানে নিহীত ও উহ্য থাকিল, আর কোন ধর্ম্মের স্বাতন্ত্রতা থাকিল না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যে সকল সত্য পূর্ব্বে ঘোর সংগ্রামে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও টুক্রে টুক্রে কাটা কাটি ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া মৃত প্রায় হইয়াছিল, নববিধানে সকল সাধু ভক্তই প্রাণ দান ও যথা স্থান পাইল, সকল সত্য সমাদৃত হইল, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ বিবাদ ছাড়িল, ইহকাল পরকাল একাকার, ও ধরা ধামে স্বর্গের আবির্ভাব হইল। পবিত্রাত্মা হরি স্বয়ং পরিত্রাতা, মধ্যস্থ, মধ্যবর্ত্তী, গুরু হইলেন। মানুষের গুরুগিরি থাকিল না, মানুষ হইলেন কেবল সাক্ষী গোপাল, বহু কালের বিবাদ এবার ঘুচিল। পবিত্রাত্মার এই মহাযুদ্ধে যুগ উলট পালট ও যুগান্তর হইল। সমুদয় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় হইয়া গেল। পিতা মাতা পরমেশ্বর তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃ মাতৃ যুগল রূপে দর্শনদিয়া শুষ্ক হৃদয় সরস ও পুণ্য শান্তি বিতরণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিলেন, সে সকল প্রেমের কাহিনী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আর কত বলা যায়! আবার পবিত্রাত্মা হরি ভক্ত কেশব চন্দ্রের সহকারী ও বন্ধু জোটাইয়া দিয়া বৃহৎ একটি দল সংস্থাপন করিলেন। কেহকে ২ কত উপায়ে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন ও অবসর করিয়া আনিলেন, কত বালককে পিতা মাতার ক্রোড় ও কত যুবককে দাম্পত্য প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন ঘটাইয়া এই দলভুক্ত করিলেন, আর কত জনের স্ত্রী পুত্র পর লোকে নিয়া ও কত জনের বিত্ত ও চাকুরী হইতে উচ্ছেদ করিয়া, নানা বিধ উপায়ে মানুষ ধরিয়া দল সংগ্রহ করিলেন ও স্থানে২

সমাজ সংস্থাপন করিতেছেন, আবার কতজনকে সমাজ হইতে ভাগাইয়া নিয়া এমনি ভাবে তাহাদিগকে চালাইলেন যে তাহাদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে নববিধান নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত হইয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং প্রচার কার্য্য বাড়িয়া গেল। হে হরি! তুমি এইরূপ কাণ্ড কারখানা যুগে যুগে করিতেছ। ধন্য ঠাকুর,! ধন্য তোমার লীলা।

৬প্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান মধ্যে প্রভেদ কি?

উঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান সকল ধর্ম্মই এক ঈশ্বরের বিধান, তাঁহার বিধান যে কালে যে ভাবে প্রকাশ হইয়াছে সেই সেই অবস্থা বিশেষে ভক্তগণ তদুপযোগী নাম রাখিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান যুগে যুগে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছেন ও যে সকল বিধান প্রকটন করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহার নাম ও তাঁহার বিধানের নাম ভাবোপযোগী রাখা হইয়াছে। ঈশ্বর যখন সত্য স্বরূপ নির্ব্বিকল্পং নিষ্ক্রিয় অনাদি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম ও তৎকালীনের ধর্ম্মকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বলা যাইত। আবার যখন তিনি পাপীর বন্ধুরূপে জনসমাজে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা বিহার ও বিধান প্রকটন করিলেন তখন তাঁহার প্রকাশানুসারে ভক্তগণ তাঁহার নাম বিধাতা পবিত্রাত্মা, শ্রীহরি, ভগবান প্রভৃতি রাখিলেন, এবং তাঁহার প্রেরিত বিধান কালে কালে নানা প্রকার নামে অভিহিত হইল। অবশেষে ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন দেখিলেন স্বয়ং ঈশ্বর ধর্ম্ম বিধানের অভিনায়ক, তিনি পবিত্রাত্মা রূপে সকল হৃদয়ে বিরাজিত, তিনি ধর্ম্মের আবহ, তিনি ধর্ম্ম বিধানের মধ্যবিন্দু, তিনি বিধাতৃত্ব শক্তি প্রেরণ করিতেছেন, তিনি নিত্য নব নব

বিধান প্রকটন করিতেছেন, তদনুসারে ভক্ত কেশবচন্দ্র বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মের নাম নববিধান রাখিলেন। নববিধানের জন্ম বর্ত্তমান ব্রাহ্ম সমাজে হইয়াছে। কতক ব্রাহ্ম নববিধান গ্রহণ ও কতক ব্রাহ্ম নববিধান অস্বীকার করেন। ইঁহার এক দলকে নববিধানী ও কতককে প্রতিবাদকারী ব্রাহ্ম বলা যায়। প্রতিবাদকারী গণরক্ষণশীল অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য স্বরূপ এইমাত্র আভাস পাইয়া নিজ বুদ্ধিবল ও নিজ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহারা বিধাতার বিধান লাভের অপেক্ষা করেন না। বিধান বাদী ভক্তগণ উদার এবং উন্নতিশীল। বিধানবাদীগণ ব্রহ্ম কৃপার ভিখারী, তাঁহারা পবিত্রাত্মার আলোকে ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সুন্দর এবং নব ইত্যাদি রূপ সাগরে মগ্ন ও উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা স্বয়ং পবিত্রাত্মা ভগবানের আদেশ উপদেশানুসারে চলিয়া বিধানের পর বিধান নিত্য নব নব বিধান লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট বিধানের শেষ নাই। এই বিষয়টি ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা বিবৃত করিলে আরো পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রাচীন কালে আর্য্য ঋষিদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ছিল, তখন নির্লিপ্ত অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের পূজা মাত্র হইত। ব্রহ্ম নির্গুণ, উদাসীন সংসারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই; তিনি নির্ব্বিকল্পং, তাঁহার ইচ্ছা নাই, কার্য্য নাই ইত্যাকার ব্যাখ্যা ছিল। তৎকালে ব্রহ্ম জ্ঞানীদিগের উপদেশানুসারে জন সমাজ চালিত হইত। ইহাই প্রাচীন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

তদনন্তর বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দিতে প্রথমতঃ রাজা রাম

মোহন রায় বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ উদঘাটন পূর্ব্বক প্রমাণ করিলেন "এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই" তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতা স্থলে একমেব-দ্বিতীয়ের পূজা ও কলিকাতা মহা নগরীতে একটি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি এক সত্য স্বরূপ ঈশ্বর সকল পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উপলব্ধি করিয়া বৈদিক জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তখন সমাজে কেবল বেদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত। তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর উক্ত সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া বিজাতীয় ভাব এককালে পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করিলেন। তিনি সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে পরমাত্মা রূপে উপলব্ধি করিয়া বেদান্তের জীবন লাভ করিলেন। সমাজে তাঁহার কৃত উপাসনা প্রণালী ও উপনিষৎ ইত্যাদি পাঠ এবং সঙ্গীত হইলেই ব্রহ্মোপাসনা হয় ও সমাজস্থ ব্রাহ্মের বুদ্ধি সম্ভূত যে নিয়ম তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলা যায়। উক্ত দুই মহাত্মা বর্ত্তমান ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

অতঃপর ভক্ত কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সংকীর্ণ ভাব দেখিয়া কতিপয় বন্ধু সহকারে পৃথক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বজাতীয় বিজাতীয় ধর্ম্ম ভাবানুসারে উদার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সমাজে নব ভাব নব উদ্যম ও নানা সংস্কার আরম্ভ হইল, কেশবচন্দ্র নব ভক্তি নব প্রেমে মাতিয়া গেলেন। সমাজে সরস ও জীবন্ত উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিলেন, তিনি উপাসক মণ্ডলী সহ একাত্মা এক প্রাণে গ্রথিত ও প্রীতিরসে মগ্ন হইয়া সত্যেতে, আত্মাতে, সাক্ষাৎ জীবন্ত, জলন্ত

এবং জাগ্রত ঈশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করিলেন। আর আনুমানিক, দূরস্থ, কল্পিত ও মৃত ঈশ্বরের পূজা এবং প্রণালীগত উপাসনা থাকিল না। কেশব চন্দ্র প্রকাশ করিলেন "ধর্ম্ম কখন কোন মনুষ্যকৃত কিম্বা সমাজস্থ লোক সমূহের বুদ্ধি সমষ্টি নহে, স্বয়ং ঈশ্বর পবিত্রাত্মা রূপে মানবাত্মায় অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম বিধান ও বিবিধ লীলা বিহার ও সাধু ভক্ত দুঃখী পাপী সহ নিত্য ক্রীড়া ও শাসন সংরক্ষণ করিতেছেন। তিনি পিতা মাতা হইয়া তাঁহার সন্তানগণকে খাওয়াইতেছেন, পরাইতেছেন ভগ্ন হৃদয়ে শান্তি বিধান করিতেছেন, চক্ষের জল মুছাইতেছেন, পাপ বিমোচন করিতেছেন, যুগ যুগান্তরের বদ্ধমূল ভ্রম কুসংস্কার দূর ও নানা পরিবর্ত্তন করিয়া জন সমাজে বিপ্লাবন ও অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটাইতেছেন। বিশ্বাস ভক্তি প্রেম পুণ্য জ্ঞান বৈরাগ্য বিতরণ করিয়া আপন পরিবার গঠন করিতেছেন। তিনি দর্শন দিতেছেন, কথা বলিতেছেন, শাস্ত্র বুঝাইতেছেন; তিনি মুক্তি দাতা, পরিত্রাতা তিনি লীলারসময়হরি, তিনি স্নেহময়ী জননী। বিশ্বাস চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায়, বিবেক কর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করা যায়, তিনি স্বয়ংই তাঁহার পূজার প্রবর্ত্তক, তিনি স্বয়ং ফল দাতা। নর পূজা, পুতুল পূজা, মধ্যবর্ত্তী, অবতার সকল অন্তরায় দূর হইয়া পবিত্রাত্মা হরির বিধাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্থিত হইল, ভক্ত কেশব চন্দ্র এই পবিত্রাত্মার প্রভাবে তাঁহার হস্তের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত ও পরিচালিত হইয়া যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতি ও স্বজাতীয় বিজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় এবং ভক্তে ভক্তে সম্মিলন করিলেন। দেশ কাল ব্যবধান ঘুচিয়া গেল,

পৃথিবীর সকল গোল মিটিল, ধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব হইল। কেশব চন্দ্র প্রচার করিলেন বর্ত্তমান যুগ, ধর্ম্ম কোন মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধির ফল নহে কিম্বা ইহা প্রাচীন কোন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার নহে, অথবা ইহা প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মও নহে। প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বৌদ্ধ ও প্রেম ভক্তি বিরোধী, তাহাতে প্রত্যাদেশ ও হরিলীলা এবং বিধাতার বিধাতৃত্ব ও নেতৃত্ব ও ঈশ্বরের সহিত মানুষের জীবন্ত যোগ নাই। বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মবিধান প্রত্যাদেশ প্রধান ও হরিলীলা পূর্ণ। সুতরাং এখন আর এবিধানকে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলা যায় না। " ব্রাহ্মধর্ম্ম " শব্দ ঐশী শক্তির প্রতিশব্দ নহে, কারণ ব্রহ্ম চির কাল দুজ্ঞের্য়, নিগু‍র্ণ, নিষ্ক্রিয়, শক্তি বিহীন, কেবল সত্বা মাত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছেন! এস্থলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলিলে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিশব্দ হইল না। বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্ম বিধাতার একটি বিধান " বিধান " সংজ্ঞাটি বিধাতার বিধাতৃত্ব ক্রিয়া জ্ঞাপক। সুতরাং বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মকে "বিধান" নাম দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই বিধান নূতন এবং সুন্দর ও ঈশ্বর হইতে নূতন ভাবে সমাগত, এজন্য তিনি বিধানের পূর্ব্বে "নব" শব্দ ব্যবহার করিয়া বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মকে নববিধান ও আপনাকে ইহার প্রেরিত ও প্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

কেশব চন্দ্র প্রথমতঃ নববিধানের বৈদিক পরে শ্রুতি তদন্তর পৌরাণিক অবশেষে আগম ধর্ম্ম অর্থাৎ সন্তান ধর্ম্মলাভ করিয়া মা মা বলিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন।

এই নববিধান সকল জাতির গ্রহণ করা আবশ্যক। নব-বিধান অগ্রাহ্য করিয়া কেহ সত্য ধর্ম্ম সত্য ঈশ্বরকেলাভ করিতে পারে না। পবিত্রাত্মা ভগবান আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের মধ্য

দিয়া যেমন বিধান প্রকাশ করিলেন আবার তিনি গুরু হইয়া আমারদিগের হৃদয়ে শুভ বুদ্ধি শুভ জ্ঞান দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি আচার্য্যকে আদেশ উপদেশ না করিলে আচার্য্যের বলার শক্তি হইত না, এবং আমাদিগকে শক্তি আলোক উপদেশ না দিলে আমাদের বুঝিতে সাধ্য হইত না, সুতরাং পবিত্রাত্মা স্বয়ংই বক্তা শ্রোতা উভয়ের গুরু। তিনি ভক্ত কেশবচন্দ্রকে আমাদের পার্থিব আচার্য্য ও শিক্ষক রূপে পরিচিত করিলেন, এজন্য আমরা আচার্য্যকে চিনি, নচেৎ তাঁহাকে চিনিতে ও তাঁহার জীবনের গূঢ় আলোকের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারি না। পবিত্রাত্মা স্বজাতীয় বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ বুঝাইতেছেন বলিয়া বুঝি, নচেৎ ধর্ম্মের এক অক্ষরও বুঝিতে পারি না, সকলই তাঁহার প্রভাবে বুঝিতে হয়। তিনি প্রকৃত গুরু, তিনি নেতা, তিনি মহাচার্য্য, তাঁহার উপদেশ ভিন্ন যে পার্থিব আচার্য্যের উপদেশ বুঝিতে চায় সে আচার্য্যের ক্রীতদাস হইয়া কেবল আচার্য্যকেই পূজা করে, এবং আচার্য্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ফেলে। ভগবান নরপূজা পুতুল পূজা এক কালে সহ্য করিতে পারেন না! নববিধানের সার মর্ম্ম কেবল জীবন্ত ঈশ্বর দর্শণ শ্রবণ। তাঁহাকে উপলব্ধি ও টের পাইয়া তাঁহার আদেশ উপদেশ ও আলোক ইঙ্গিতে চলিলেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুরবর্গ ফল হয়।

৭প্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানে কোন রূপ যোগ আছে কিনা?

উঃ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল জ্ঞান ও যুক্তি পূর্ণ। ব্রাহ্ম সমাজে যখন বৈরাগ্য, পুণ্য, প্রেমভক্তি প্রকাশিত হইল, তখন ঈশ্বর মানব হৃদয়ে অবতরণ করিতে খুব সুবিধা পাইলেন।

জ্ঞানে ঈশ্বর দূরে ছিলেন, ভক্তিতে নিকটে আসিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে যিনি কেবল অসীম দুর্জ্ঞেয় ছিলেন, আবার ভক্তের উচ্চ সাধনে তিনি পরমাত্মা পবিত্রাত্মা, বিধাতা, পাপীর বন্ধু, হৃদয় বন্ধু, প্রেম দাতা, মঙ্গল দাতা, আনন্দ, অমৃত, সুন্দর নিত্য ক্রিয়াশীল দেবতা হইলেন। একেত ব্রাহ্মধর্ম্ম ভ্রম কুসংস্কার শূন্য, বিশুদ্ধ, তাহার মধ্যে বৈরাগ্য প্রেমভক্তি পুণ্য মিশ্রিত হইল। ঈশ্বর এই সুযোগে ভক্ত কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে খুব দখল পাইলেন। তিনি পবিত্রাত্মা বিধাতা রূপে নিজেই সমাজের চালক, নেতা ও গুরু হইয়া আদেশ উপদেশ দিয়া ভক্ত কেশবকে চালাইলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্র ভগবানকে টের পাইয়া তাঁহার আদেশ উপদেশে চালিত হইয়া ভগবানের আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করাতেই নববিধান উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে নববিধান উদ্ভাবন ও ঠিক থাকা অসম্ভব, কারণ অন্য ধর্ম্ম প্রায়ই পৌত্তলিক, কুসংস্কারপূর্ণ, কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্মই পবিত্র, নিষ্ঠা ও জ্ঞানপূর্ণ। সুতরাং এখানে ভক্তি প্রেম কখন কুসংস্কারাপন্ন হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রহরী স্বরূপ নববিধানে মিশ্রিত হইয়া থাকিল। ইহার পরিণাম ও শেষ ফল নববিধান। ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল, অর্থাৎ নীরস শুষ্ক জ্ঞানের, মানবীয় বুদ্ধির, মানবীয় যুক্তির, বাহ্যিক সভ্যতার ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তে প্রেমের ব্রাহ্মধর্ম্ম অথবা অবতীর্ণ ব্রহ্মের (পবিত্রাত্মার) নববিধান হইল। যেমন এক ঈশ্বরের পিতৃ মাতৃ উভয় গুণই ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায়ের ভাব ও রাজ ভাব পিতৃ রূপে এবং তাঁহার দয়া ও প্রেমের ভাব মাতৃরূপে উপলব্ধি হয়। সাধকের এই দুই ভাবই গ্রহণীয়, নচেৎ

মানুষ কেবল পিতৃভাবে কঠোরতা ও কেবল মাতৃভাবে কোমলতা ও দুর্ব্বলতাতে পতিত হয়। এজন্য ঈশ্বরের পিতৃ মাতৃ দুই ভাবই সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধক ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমে যতই মগ্ন হন ততই তাঁহার মা ডাক ফুটে। সাধক ক্রমেই মাতৃভাব উপলব্ধি করেন, ঈশ্বরের পিতৃভাব অবশেষে মাতৃ ভাবে বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ মাতৃ ভাবের সঙ্গে পিতৃ ভাব উহ্য থাকে। তেমনি ভক্ত যত নববিধানের নব ভাবে, নব ভক্তি, নব প্রেমে ডুবিয়া যান ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে বিলীন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের আর স্বাতন্ত্রতা থাকে না, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব শক্তি নববিধানে নিহীত থাকে। প্রত্যেক ব্রাহ্মের উচিৎ যে পরিণামে নববিধান অবলম্বন করেন, নচেৎ কেবল ব্রহ্মের বহির্ভাগেই ঘুড়িতে হইবে! ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানের ভাগ লইয়া, নববিধান প্রেম ভক্তি লইয়া বিকাশ পাইয়াছে। অনেকেই ইহা অবগত থাকা সম্ভব যে জ্ঞান পুরুষ স্বরূপ ঈশ্বরের বাহির বাড়ীতে, আর প্রেম ভক্তি স্ত্রীস্বরূপ ঈশ্বরের অন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে। অতএব ব্রহ্মবাদীরা যেন নববিধান গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন; তাহা হইলেই ব্রাহ্মের পরিণাম হইল, নববিধানবাদী ও ব্রহ্মবাদীদিগের গোল মিটিল। যেখানে সমন্বয় সম্মিলন নাই সেখানে নববিধানের অসদ্ভাব, সম্মিলনই নববিধান। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মও নববিধানের অন্তর্নিহীত ও অন্তর্গত হইয়াছে, অর্থাৎ নববিধানে মিশিয়াছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বীজ স্বরূপ তাহাতে নববিধান বৃক্ষ নিহীত ছিল। কাল ক্রমে বিকশিত হইয়া এখন বৃক্ষে পরিণত ও ফুল ফলে

পরি পূর্ণ হইয়াছে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে আর বীজ বলা যায় না বৃক্ষই বলা যায় আর যেমন অণ্ড হইতে ছা বাহির হইলে আর অণ্ড বলা যায় না, পক্ষী বলা যায়, তদ্রূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ বীজ হইতে নববিধান জন্মিয়াছে, সুতরাং এখন নববিধান নামই প্রচলিত হইবে।

৮ প্রঃ। ব্রহ্ম নানা বিধ রূপ ধারণ করেন কেন?

উঃ। জীবের হিতার্থে স্বর্গের ব্রহ্ম নানা রূপে মানব হৃদয়ে প্রকাশিত হন। হিন্দু শাস্ত্রে ব্রহ্মের রূপের সংখ্যা তেত্রিশ কোটী পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছে তাহাতেই অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত ঘোরতর বিরোধ ঘটিয়াছে, এই বিরোধের বিশেষ কারণ থাকিলেও ব্রহ্মের রূপের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন বিতণ্ডা হইতে পারে না। ব্রহ্মের রূপ কেবল তেত্রিশ কোটী কেন, তাঁহার অনন্তরূপ। কাহার সাধ্য গণনা করিতে পারে। ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প নির্লিপ্ত উদাসীন হইলেও যুগে যুগে জীবের হিত, সাধকের হিত, দুঃখী পাপী তাপীর হিতার্থে অসংখ্য রূপ ধারণ করেন। জীব, ব্রহ্মকে খুব ভোগ করিতে পারে এজন্য ব্রহ্ম দয়া করে পরমাত্মা, পবিত্রাত্মা, শ্রীহরি, ভগবান, বিধাতা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা সখা, স্বামী, প্রভু, রাজা, গুরু, যোগেশ্বর, মহেশ্বর, শিব, শান্ত, আনন্দ, অমৃত, দীনবন্ধু, দয়াময়, আশ্রয় স্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, পুণ্যাধার, ভবকাণ্ডারী, পরিত্রাতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, অসুর-দলনী, পতিত পাবনী, ভক্তবৎসলা-জননী, রুদ্র রূপিণী, ভয়ঙ্করা, অভয়া, জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি গণনাতীত রূপে মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ ও দর্শন দিয়া তাঁহার মানব সন্তানকে কৃতার্থ করিতেছেন। যাহাকে যে ভাবে দর্শন দিলে তাঁহার সন্তান

তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া নিত্য সুখলাভ করিতে পারে তাহারই জন্য তিনি নানা রূপ ধারণ করেন। তাঁহার দর্শনের পাত্রাপাত্র ভেদ নাই। সাধু ভক্ত দুঃখী পাপী সকলকেই যথা তথা দেখা দেন। তিনি কেবল দর্শন দিয়া চুপ করিয়া থাকেন তাহা নয় "আমি আছি" বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন এবং যাহাকে যেভাবে কথা বলিলে জীব তাঁহার দিকে ফিরে তাহাই বলেন, এ সকল প্রেমের কথা কত বলা যায়; ঈশা, মুসা, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ, ব্রহ্মানন্দ, যোগী ঋষি হদ্দ হইলেন। ছোট মুখে বড় কথা বলিতেও ভয় হয়। পাঠকগণ পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া দিব্য জ্ঞান পাইলে মায়ের অনন্তরূপ দেখিতে ও মধুর বচন শুনিতে পাইবেন।

নববিধানই ব্রহ্ম লাভের উপায়, নিতান্ত জঘন্য পাপীও যদি পাপের গ্লানিতে অনুতপ্ত হইয়া ভগবানের স্মরণাপন্ন হয় এবং সরল প্রার্থনা ও বিলাপ করে, ভগবান আর তখন থাকিতে পারেন না; তাহাকে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া সুখশান্তি বিধান করেন, তিনি সহজেই পাপীকে দেখা দেন কিন্তু তিনি অহঙ্কারী পাপীকে দেখা দেন না ও কপট বিলাপে ভোলেন না, শিশুর ন্যায় সরল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি পাপীর সহিত সহজে মিলিত হন, পাপীর পাপ সন্তাপ হরণ করেন। এই যে নববিধানের সুসংবাদ ইহা হইতে আর আশার কথা কি আছে, ভক্ত কেশবচন্দ্র এই সুসমাচার প্রচার করিয়া জগতের পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। জয় বিধাতার, জয় বিধানের, জয় ভক্তের!

৯ প্র। নববিধানে—বিধাতা নববিধান এবং ভক্ত এই তিনই কি গ্রহণ করা আবশ্যক?

উঃ। বিধাতা, নববিধান এবং ভক্ত এই তিনকেই গ্রহণ করিতে হবে। ইহার একটি ছাড়িয়া অন্যটি গ্রহণ করিতে গেলেই নববিধান পালন হয় না, যে বলে আমি কেবল ভগবানকে চাই, তাঁহার নববিধান চাই না, তাঁহার প্রেরিত ভক্ত কেশবচন্দ্রকে চাই না ও তাঁহাকে মানি না; সে ভগবানকে ও মানে না, সে ভগবানকে লাভ করিতে পারে না, কেননা তাঁহার নববিধান ও তাঁহার ভক্তকে অবহেলা করা তাঁহার আজ্ঞা নহে। ভগবান মুক্তি দাতা, নববিধান ভগবানের শক্তি ও মুক্তি লাভের উপায় এবং ভক্ত কেশবচন্দ্র নববিধানের প্রেরিত ও প্রচারক। ভক্তের মধ্যদিয়াই পবিত্রাত্মার নববিধান সমাগত হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করিয়া তিনকেই উক্ত তিন ভাবে গ্রহণ করা পবিত্রাত্মার নববিধান। নববিধানের মূলে পবিত্রাত্মা শ্রীহরি আছেন, তাঁহার স্মরণাপন্ন হইয়া তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইলেই সকল জানা যায় ও চিনা যায়।

১০ প্রঃ। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের কোন এক ধর্ম্ম মতে চলিলে ক্ষতি কি?

উঃ। এই সকল ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ও আংশিক এবং সীমাবদ্ধ, ইহা সার্ব্বভৌমিক এবং উদার ধর্ম্ম নহে। ইহার প্রত্যেক ধর্ম্ম সত্যাসত্য মিশ্রিত, ইহার যে কোন ধর্ম্ম মতে চলনা কেন সত্যাসত্য দেখিতে পাইবে। চলিতে চলিতে একস্থানে ঠেকিবেই। সুতরাং ইহার কোন এক ধর্ম্ম লইয়া চলিতে পারা যায় না। সকল ধর্ম্ম মিশ্রিত করিতে গেলেও ধর্ম্মে ধর্ম্মে, ভক্তে ভক্তে, কাটাকাটি বাধে কাজেই ইহার কোন ধর্ম্ম অথবা সকল ধর্ম্ম একত্রে মানিলেও মানা যায় না বিশেষতঃ

প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেই মানুষ কিম্বা ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ আছে। এজন্য বিশেষ ধর্ম্মের আবশ্যক হওয়ায় ভগবান জীবের উদ্ধারের জন্য নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন।

১১ প্রঃ। তবে কি ঐ সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ঈশ্বরের, শাস্ত্র নয়?

উঃ। সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের শাস্ত্র কিন্তু অনেক শাস্ত্র জন শ্রুতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এজন্য তৎসহ মানবীয় মত চালিত হওয়ায় এবং টিকা কারকগণ স্থানে স্থানে বিপর্য্যয় ভাব প্রকাশ করায় সকল ধর্ম্মে এবং ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে গোল যোগ ঘটিয়াছে; তাহাতে উদার ভাবের অভাব হওয়ায় প্রত্যেক ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর এক এক জন মহাপুরুষ এক এক ভাব লইয়া আসিয়া এক দিগদর্শী রূপে কেহ জ্ঞান, কেহ যোগ, কেহ ভক্তি প্রচার করিয়াছেন; তাঁহাদের পারিষদ বর্গ সেই সেই ধর্ম্মের পক্ষপাতি হইয়া নানা ভাবুকতা, বুজরগি দেখাইয়া অন্য ধর্ম্ম অবহেলা করিয়াছেন সুতরাং ঐ সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম; এখন কার দার্শনিক যুগের উপযোগী নহে।

১২ প্রঃ। তবেকি প্রাচীন শাস্ত্র অস্পৃশ্য?

উঃ। প্রাচীন শাস্ত্র হইতে পবিত্রাত্মা ভগবানের কৃপায় সারভাগ সংগ্রহ, অসার ও অবোধ্য ভাগ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মের সার ভাগই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ নববিধানে সম্মিলিত আছে। নববিধান কোন ধর্ম্ম ধ্বংস করিতে আসেন নাই কিন্তু পূর্ণ করিতেই আসিয়াছেন। পৃথিবীর যত প্রকার ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের মর্ম্ম এবং ভাব প্রকাশিত

হইয়াছে তাহা নববিধানে মিশিয়াছে আর প্রাচীন শাস্ত্রের যত প্রকার ভাবোদ্ধার, ক্রমশ হইবে তাহা এবং যত বিলুপ্ত শাস্ত্র প্রকাশ হইবে সে সমস্তই নববিধানে বিলীন হইয়া কেবল নববিধানকেই পরি পুষ্ট করিতে থাকিবে, নববিধান মধ্যস্থ স্বরূপ ; সকল ধর্ম্মের বিবাদের ভূমি ত্যাগ করিয়া সম্মিলের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। সত্যে সত্যে কোন বিবাদ নাই এজন্য সকল ধর্ম্মের সত্য গ্রহণ এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় ও সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া সকল ধর্ম্মের সার আপনার করিয়া লইতেছেন এবং লইবেন।

১৩ প্রঃ। যদি কেহ নববিধান গ্রহণ নাকরিয়া বাস্তবিক সত্য ধর্ম্ম পালন করিতে পারে এবং উক্ত কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া স্বীকার করে তবে কি তাহার মুক্তি লাভ হয় না।

উঃ। যে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী হয় সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন সে সেই পরিমানে মুক্তিলাভ করে। যে যাহা মুখে বলুক প্রকৃত রূপে ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত হইলে তাহাকেই নববিধানের অন্তর্গত বলা যায়। নববিধান সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে যাহা সত্য তাহাই নববিধান, তবে নববিধান নাম গ্রহণ করিয়া পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত ও ব্যবহৃত হইয়া বিধান স্রোতে ভাসমান হওয়া আবশ্যক নচেৎ নববিধান বিরোধী কিম্বা নববিধানের প্রতি সন্দেহ উত্থিত হইলে অবিশ্বাস নাস্তিকতা প্রভৃতি পাপ হয়। সুতরাং নববিধান গ্রহণ না করিলে ও নববিধানের তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া না দিলে সম্পুর্ণ রূপে সত্য ধর্ম্ম পালন হয় না অতএব সকলেরই নববিধান গ্রহন করা কর্ত্তব্য।

১৪প্রঃ। কেশবচন্দ্রকে ভক্তি করা উচিত কিনা এবং ভক্তি করিলে নর-পূজা দোষ বর্ত্তে কিনা ?

উঃ। ভক্ত কেশবচন্দ্রকে খুব ভক্তি করিতে হয়। কেশব চন্দ্রের চরিত্র, জীবন এবং ভাব লাভ করিলেই কেশবচন্দ্রকে প্রকৃত ভক্তি করা হইল। আমরা ঈশ্বরাদেশে পরিচালিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিলে আমরা তাঁহার অনুচর সহচর এবং শিষ্য হইলাম, এবং তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি প্রদান করিলাম। তাঁহাকে পার্থিব গুরু এবং বিধান বাহক প্রেরিত পুরুষ বিশ্বাস করিয়া কায়মনোচিত্তে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম করিতে ও ভাল বাসিতে হয় তিনি আমাদের ধর্ম্মের এবং পরিত্রাণের সহায়, পথ প্রদর্শক ও আদর্শ স্বরূপ কিন্তু তিনি মধ্যবর্ত্তী অবতার কিম্বা পরিত্রাতা নহেন। ভক্ত কেশবচন্দ্র যেন ঈশ্বরের অংশী কিম্বা সমকক্ষ স্বরূপে আমাদের চক্ষের আবরণ না হয়, ভক্ত দেখিয়া যেন ভগবানকে না হারাই। ভক্ত কেশবচন্দ্র পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুবিমল, কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহা ব্যবহারে আমাদের চক্ষু আরো স্নিগ্ধ ও জ্যোতিষ্মান হউক। আমাদের চক্ষু ভক্ত রূপ চসমার মধ্য দিয়া ঈশ্বর, স্বর্গ, পরলোক পরিস্কৃত রূপে দেখুক, ভক্ত কেশবচন্দ্র আপনি গুপ্ত থাকিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে যে, সত্য ঈশ্বরকে দেখান আমরা যেন সত্য ঈশ্বরকেই দেখি। তবেই ভক্তকে যথার্থ ভক্তি প্রদান ও তাঁহাকে অনুসরণ করা হয়। তাঁহাকে কেবল মৌখিক প্রশংসা করিলে প্রকৃত ভক্তি করা হয় না। ঐরূপ প্রশংসা নিষ্ফল হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, চিহ্ন মাত্র থাকে না।

১৫প্রঃ। কেবল কি কেশবচন্দ্রেরই চরিত্র ও জীবন লাভ

PRINTER'S CERTIFICATE.

(UNDER ACT XXV. 1867.)

I Chandrakumar Sarkar

hereby do certify that the accompanying Book named Nabo Bidhan Tattva

was first delivered out of the Press on the 20

day of Asvin 1294 B.S. 188 .
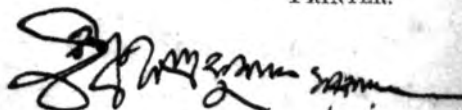
~~CALCUTTA~~ : Tangail

The 188 .

[illegible]

PRINTER.

[illegible]

MEMO.

1. The Title,— Noboo Bidhan Tattu
2. The Language,— Bengalee
3. The Subject,— Religion
4. The Author, Translator or Editor,— Durgadas Bose
5. The Place of Printing,— Tanguil
6. The Place of Publishing,— Tanguil
7. The Printer.— Chundra Coomar Sirkar
8. The Publisher,— Chundra Coomar Sirkar
9. The Date of Issue out of the Press,— 28th Assin of 1294
10. The Number of Pages,— 48
11. The Size,— Demy 12mo
12. The Edition,— 1st
13. The Number of Copies of which the edition consists,— 500
14. The is Printed.
15. The Price 6 as for Single Copy.
16. The Proprietor and the Place of his Residence,— Abdool Hamed Khan of Charan

করিতে হয় কি অন্যান্য মহাজনদিগেরও চরিত্র এবং জীবন লাভ করা আবশ্যক?

উঃ। কেশবচন্দ্র এবং অন্যান্য সকল সাধু মহাজনেরই চরিত্র ও জীবন লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু কেশবচন্দ্রকে ছাড়িয়া অন্য মহাজনের চরিত্র ও জীবন লাভ করা যায় না। কেননা কেশবচন্দ্রই সাধু মহাজনদিগের চরিত্র ও জীবনলাভ করার প্রয়োজনিতা ও উপায় প্রচারার্থে প্রেরিত, তিনি পবিত্রাত্মার আদেশে পরিচালিত হইয়া সাধু সমাগম অর্থাৎ তিনি দলসহ সাধুরূপ তীর্থযাত্রা করিতেন এবং সাধুর জীবনের পুণ্য রূপ মাংস ও শান্তি রূপ রক্ত পানভোজন করিতেন সুতরাং তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ নাকরিলে সাধু মহাজনগণের চরিত্র ও জীবন লাভের উপায় হয় না। কেশব চন্দ্রই সাধু সম্মিলনের প্রবর্ত্তক। পবিত্রাত্মার প্রসাদে ভক্ত কেশবচন্দ্রের সহিত এক হৃদয় এক প্রাণ না হইলে সাধু সম্মিলন অর্থাৎ সাধুর জীবন ও চরিত্র লাভ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কেশব চন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া আমরা সকল সাধু ভক্তের চরণ ধুলি মাথায় লইয়া হৃষ্ট চিত্তে সকল সাধুর চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবনের রক্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ও তাঁহাদের রক্ত আমাদের রক্তে প্রবাহিত হইতে দিয়া আমরা অমর হই।

১৬ প্রঃ। ভক্তগণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানকে ভক্তি করিলে কি ধর্ম্ম হয় না?

উঃ। ভক্তগণকে অগ্রাহ্য করিলে পাপ হয়, ভক্তগণ ভগবানের পরিবার। ভগবান ভক্ত বৎসল, ভক্তগণকে ধরা ধামে যশের মুকুট পরাইবেন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছার

বিরুদ্ধাচরণই পাপ অতএব সমস্ত ভক্তগণকে ভক্তি করিতে ও তাঁহাদের চরিত্র এবং জীবন লাভ করিতে হবে।

১৭ প্রঃ। কেশবচন্দ্র পৃথিবীতে নাই, তাঁহাকে দিয়া এখন আমাদের প্রয়োজন কি?

উঃ। কেশব চন্দ্রের ভাব শক্তি এখনও আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে আমরা তাহারই ভাব অনুসরণ করিতেছি তাঁহার ভাব, শক্তি, জীবন আমাদের শিক্ষনীয় সুতরাং তিনি এখনও আমাদের আচার্য্য এবং তিনি নববিধান বাদীভক্তগণের মধ্যবিন্দু স্বরূপ জীবিত আছেন। ভক্তগণ পারিপার্শ্বিক স্বরূপ তাঁহার আকর্ষণে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তৎসঙ্গে অমৃতের রাজ্যে গমন করিতেছেন।

১৮ প্রঃ। কেশব, চন্দ্রের সকল কথা সকল কার্য্যই কি মানিতে হবে।

উঃ। কেশবচন্দ্র প্রত্যাদিষ্ট ও অনুপ্রাণিত হইয়া আচার্য্যের পদোপলক্ষে যাহা বলিয়াছেন কি করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত সত্য। পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য গ্রহণ করিতে এবং তাহা ঈশ্বরের প্রেরিত সত্য জানিয়া অনুসরণ করিতে হবে, এস্থলে আচার্য্য এবং শিষ্য উভয়েরই প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বলিতে ও শুনিতে হয়। আর আচার্য্য স্বীয় পদের বাহিরে ও ক্ষমতার বহির্ভূত যাহা নিজ বুদ্ধিতে বলিয়াছেন কি করিয়াছেন তাহার সকল কথা, সকল কার্য্যই যে মানিতে হবে তাহা নহে।

১৯ প্রঃ। কেশব চন্দ্র কি অভ্রান্ত ও নিষ্পাপী।

উঃ। কেশব চন্দ্র কিম্বা কোন সাধুই অভ্রান্ত অথবা

নিষ্পাপী নহেন, কেবল্ ঈশ্বরই অভ্রান্ত ও নিষ্পাপী কিন্তু আমাদের চক্ষে কেশব চন্দ্রের কোন পাপ দেখা যায় নাই তিনি মনুষ্য এবং অপূর্ণ বিধায় পাপপ্রবণ, তিনি ঈশ্বরের নিকট পাপী। তাঁহার মধ্যে যে পাপ সকল কিলবীল করিত তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই পাপ বোধই তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক করার প্রধান উপায়, পাপ বোধ থাকায় তিনি অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া খাটি মানুষ, সোনার মানুষ হইয়াছিলেন।

২০ প্রঃ। কেশব-চরিত্র লাভ কিরূপে হয়?

উঃ। পবিত্রাত্মা ভগবান স্বয়ং ভক্ত চরিত্র শিক্ষাদেন তিনি জ্ঞান দাতা পিতা, তিনি ভক্ত বৎসলা জননী, তিনি মাতৃ রূপে ভক্ত কেশব চন্দ্রকে অর্থাৎ কেশবের অমরাত্মা বক্ষে ধারণ করিয়া বাড়ীবাড়ী ঘুড়িতেছেন আর ভক্তকে চিনাইতেছেন। অতি দুঃখিনীর বেশে মা ভক্ত-কেশবচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া জন সমাজে ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া বেড়াইতেছেন আর বলিতেছেন কেশব শুদ্ধ প্রেম " উদার প্রেম " ইহাকে তোরা গ্রহণ কর্ ইহাকে আমি বড় ভালবাসী ইহার মুখে নববিধান শোন্ ইহার সঙ্গে সম্মিলন করিয়া ইহার ন্যায় ভক্ত হইলে আমার নববিধান লাভ করিতে পারবি। মায়ের ভক্ত সহ এসকল রঙ্গ রস যাহার চক্ষু আছে সে দেখে যাহার কর্ণ আছে সে শুনে। ভগবানের কৃপা ভিন্ন ভক্ত-চরিত্র শিক্ষা হয় না। ব্রহ্ম কৃপাহি-কেবলম্।

২১ প্রঃ। কেশব চন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলন না হইলে কি নববিধান লাভ হয় না?

উঃ। কেশব চন্দ্র প্রেরিত পুরুষ ও নববিধানের প্রচারক তিনি আমাদের পরম বন্ধু এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভাই। রামের ভাই লক্ষ্মণের ন্যায় আমাদেরও বড়দাদার অনুগত ভাই হইয়া তাঁহার ন্যায় পবিত্রাত্মার আদেশে চালিত হইয়া নববিধান লাভ করিতে হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদ চিহ্ন দেখিয়া মায়ের রাজ্যে যাইয়া মার পরিবার ভুক্ত হইতে হইবে। এখন যদি অন্য একজন প্রেরিত পুরুষ আসেন তাঁহারও কেশব চরিত্র অনুসরণ করিয়া নববিধান প্রচার করিতে হবে।

২২ প্রঃ। কেশবচন্দ্র কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিয়াছেন।

উঃ। কেশব চন্দ্র সকল মহাজনদিগের সহিত মিলিত হইয়া ও তাঁহাদের চরণ তলে মস্তক রাখিয়া আপনাকে তাঁহাদের ভৃত্য ও প্রেরিত বলিয়া তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সকল পূর্ণ করিলেন। ঈশা মুসা মহম্মদ ও গৌরাঙ্গের এবং পৃথিবীর আর আর সাধু ভক্ত মহাজনগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মভাব সমস্তই কেশবে নিহীত ছিল সুতরাং সকল ধর্ম্মের সামিঞ্জস্য ভাবও তাঁহাতে ছিল, এই জন্য তিনি সমস্ত ধর্ম্মের ভাব গ্রহণ ও তাহা সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। কেশব চন্দ্র সকল সাধুর সম্মিলন স্থল, সকল সাধুভক্তের সমাগম তাঁহাতে হইত। তিনি সকল তীর্থের সমাবেশ মহাতীর্থ। এই মনিকর্ণিকা, এই ত্রিবেণী তীর্থে অবগাহন করিয়া আমাদের ভাগবতী তনু লাভ করিতে হয়।

২৩ প্রঃ। সকল লোকে কেন নববিধান মান্য করে না ?

উঃ। সকল কালেই ভক্ত অভক্ত সাধু অসাধু আছে

যে ব্যক্তি শ্রীহরির মোহন বংশী ধ্বনি শ্রবণ করে সেই তাহাতে আকৃষ্ট হয় আর যে সংসারের মায়া মোহ ও অহঙ্কারে মত্ত থাকে সে তাঁহার বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারে না। এজন্য সংসারে দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যে খানে বিধানী সেই খানে বিরোধী, যেখানে বিধান সেইখানে বাধা অবশ্যম্ভাবী। যে ধর্ম্মের প্রতিবাদ নাই তাহা বিধান নহে।

২৪ প্রঃ। নববিধানে এপর্য্যন্ত কি২ নূতন বিধান প্রচার হইয়াছে।

উঃ। যে সমস্ত নূতন বিধান আজ পর্য্যন্ত প্রচার হইয়াছে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংগৃহীত হইতে পারে না, ধর্ম্ম জগতের ইতিবৃত্ত ও আচার্য্য দেবের এবং তাঁহার সহচর বৃন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে সকল তত্ত্ব জানা যায়। ভগবানের কৃপায় ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণ, উপাসনা, প্রার্থনা, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, কর্ম্মজ্ঞান, মহাযোগ, মহাভাব, মহাসমন্বয়, নিরাকার ব্রহ্মে প্রেম-ভক্তি, মত্ততা ও রাজভক্তি প্রভৃতি যে যে নূতন বিধান অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব। নববিধান পুস্তকের ধর্ম্ম নহে, মানবাত্মাই প্রশস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র, সেই খানে সদ্‌গুরু পবিত্রাত্মা দ্বারা আদিষ্ট হইয়া নববিধানের সকল মর্ম্ম বুঝিতে হয়, পুস্তকে কেবল সত্য সকল সংগ্রহ হইয়াছে কিন্তু পবিত্রাত্মার আলোক ভিন্ন কোন গ্রন্থ বুঝা যায় না, সুতরাং পবিত্রাত্মাই গুরু ও সর্ব্বে-সর্ব্বা। নববিধানে সকলই নূতন ব্যাপার, কিছুই পুরাতন নহে। প্রাচীন বিধান, প্রাচীন বিষয় সকল পবিত্রাত্মা নবভাবে বুঝাইতেছেন তাঁহার শ্রীমুখের সকল কথাই নূতন, সুন্দর, আনন্দ ও বিস্ময় জনক

তাঁহার আদেশে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহার প্রবল নিঃশ্বাসে ঘোর আন্দোলন আনয়ন করে। তাঁহার দ্বারা যাহারা আদিষ্ট হয় তাহাদিগের আর কিছু জানিবার, বুঝিবার ও পাইবার বাকি থাকে না।

২৫প্রঃ। আচার্য্য কেশবচন্দ্র ধরাধামে বর্ত্তমান নাই, এখন কি নববিধানের স্রোত রোধ হইয়াছে?

উঃ। নববিধানের নূতনত্ব অসীম ও অনন্ত। নববিধানের স্রোত রোধহয় নাই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলিবে। যে যত নববিধানের প্রেরিত ভক্ত-কেশবচন্দ্রের চরিত্রলাভ করিবে তাহার তত পরিমান নববিধানলাভ হইবে। ভক্তই দৃষ্টান্ত এবং ভক্তই আদর্শ স্বরূপ তাঁহার ন্যায় হওয়া, তাঁহাকে আত্মস্থ করা চাই। কিন্তু আচার্য্যকেশবচন্দ্রকে অনুকরণ করিতে হবে না। আচার্য্যের গ্রন্থের ও বাক্যের এবং কার্য্যের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবই প্রাণ, অনুকরণই মৃত্যু।

২৬প্রঃ। কলিকাতা মহানগরীতে আদিব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণব্রাহ্মসমাজ এই তিনটি ব্রাহ্মসমাজ আছে তাহার পার্থক্য কি?

উঃ। আদি ব্রাহ্মসমাজ যে পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহাই কেবল অনুকরণ করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে উন্নত ও পরিবর্ত্তন হইয়া এতদূর উদার ভাবে আরূঢ় হইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম ব্যবহার করা কেবল রীতি মাত্র আছে। ইহার প্রচারকগণ নববিধানবাদী। ভক্ত কেশবচন্দ্র পারিষদবর্গ সহ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপর শ্রীদরবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কেবল

ব্রহ্ম মন্দিরের উপাসক মণ্ডলীকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বলা যায়, ফলতঃ শ্রীদরবারই সর্ব্বে সর্ব্বা। শ্রীদরবার নববিধানাশ্রিত ও নববিধানের প্রেরিত ও প্রচারক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একদল। কুচবিহারের বিবাহে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের কতকগুলি উপাসক বাহির হইয়া পৃথক সমাজ স্থাপন করেন তাহাই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে খ্যাত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথমতঃ আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের প্রচারিত নববিধানের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আচার্য্য দেবের মৃত্যুরপর যখন দেখিতে পাইলেন, পৃথিবী নববিধান গ্রহণ করিল, তখন কিছু কিছু করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের ভাব লইয়া তাঁহারাও প্রচার কবিতে লাগিলেন। এখন ব্যবহারে এবং প্রচারে স্থূল দৃষ্টিতে বাহিরের লোকের চক্ষে একিভাব দেখা যায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ও পার্থক্য উপলব্ধি হয়। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নববিধান গ্রহণ ও আচার্য্য দেবকে নববিধানের প্রেরিত ও প্রচারক স্বীকার করেন না তখন নববিধানসমাজের সহিত সাধারণ সমাজের সম্পূর্ণ অনৈক্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পবিত্রাত্মা, নববিধান ও ভক্ত এই তিনই অগ্রাহ্য করেন কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক নববিধানের যত প্রতিবাদ ও বাধা ঘটিতেছে ততই নববিধানের বেগ বৃদ্ধি ও নববিধান নির্ম্মল ও পরিস্কৃত হইয়া জন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বাধা বিঘ্ন না হইলে নববিধান বিকাস হওয়াই অসম্ভব ছিল। বিধানের মুখে বাধা অবশ্যম্ভাবী! বাধা দ্বারা বিধান পরীক্ষিত হয়। যদি কোন অসত্য প্রচার হয় তাহা প্রতিবাদের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া

যায় আর যদি বিধানই প্রচার হয় তবে, সহস্র প্রতিবাদে ও সত্যের আলোক নির্ব্বাণ হয় না বরং আরো উজ্জ্বল হইয়। মানব হৃদয়ে দৃঢ় রূপে বদ্ধ মূল হয়, ও চতুর্দ্দিগ আলোকিত করে। সাধারণসমাজের প্রতিবাদে নববিধানসমাজের খুব মঙ্গল হইয়াছে, যাহা হউক আদি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগকে একেশ্বর নিরাকার বাদী ব্রাহ্ম বলা যায় তাঁহারা জ্ঞানে সমুন্নত ও কার্য্যদক্ষ এবং সচ্চরিত্র ও দেশ হিতৈষী কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ভগবানেরবিধানাঙ্গ অস্ফুট আছে। ঈশ্বর ইচ্ছায় সকল সমাজই ভবিষ্যতে এক হওয়ার সম্ভব। একতা স্থাপন জন্যই নববিধানের আগমন। কত কালে যে এক হইবে এবং কোন্ স্থান যে একতার ভূমি, তাহা ভগবানই জানেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

২৭ প্রঃ। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন ইহাঁদের জীবনে কাহার কি বিশেষত্ব এবং কে কি কার্য্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত

উঃ। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় জড় প্রকৃতিতে এক নিরাকার ব্রহ্মের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া একমেব দ্বিতীয়মের জয় ধ্বনি জগতে ঘোষণা করিলেন; তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ও বহু বিধ বিদ্যায় পারদর্শী, সমাজ সংস্কারক এবং বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞান এবং নীতিজ্ঞতা বড় প্রখর ছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে তিনিই অর্ণব পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে দারুণ মৃত্যু, তাঁহার উদয়মুখী প্রতিভা এককালে গ্রাস করিয়া তিমিরাচ্ছন্ন করিল। ব্রিষ্টল নগরে অদ্যাপিও তাঁহার

সমাধি বর্ত্তমান আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর হৃদয়ে পরমাত্মাকে টের পাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজে তিনি প্রথমতঃ অতীন্দ্রিয়বিষয় ভোগ ও উপলব্ধি করেন, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসিক ও ব্রহ্মজ্ঞানী এবং হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কারক; বিজাতীয় ধর্ম্মের উপর তাঁহার বড় বিদ্বেষ। তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে বিশুদ্ধ হিন্দু সমাজ গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি বড় শান্ত, যুদ্ধ বিগ্রহে অগ্রসর ছিলেন না, বহুকাল হইল তিনি ব্রাহ্মসমাজে কাজ ক্ষান্ত দিয়া যোগ সমাধিতে নিমগ্ন আছেন। এখন তাঁহার জরা বৃদ্ধকাল, কোন্ সময় ইহ ধাম ছাড়িয়া যান কে তাহা বলিতে পারে।

আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন যথার্থ ব্রহ্মোপাসক ও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ও ভগবৎ ভক্ত ছিলেন। তিনি জাতি ভেদ, পৌত্তলিকতার ধ্বংসকারী, এবং স্বজাতীয় বিজাতীয় সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় কারী, তিনি ধর্ম্ম বীর ও সমাজ সংস্কারক, তিনি আর্য্য নারী সমাজ সংস্থাপক তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডিতে বদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি ঈশ্বর দর্শন শ্রবণ করিয়া বিধাতার হস্তের যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত, পরিচালিত হইয়া ভক্তের জীবন ধারণ ও উদার নববিধান প্রচার করিলেন তিনি জগদ্বিখ্যাত বক্তা ছিলেন তাঁহার সুললীত বক্তৃতা, উপদেশে ইংরেজী ও বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, সাহিত্য জগতে তাঁহার নাম চির স্মরণীয় থাকিবে। কেশব চন্দ্র, বিশ্বাস প্রেম ভক্তি পুণ্য সেবা বৈরাগ্য ও জ্ঞানে প্রস্ফুটিত ছিলেন। কেশব চরিত্র মহাসাগরের ন্যায় প্রশস্ত, গভীর এবং বিচিত্রতা পূর্ণ, অনুপম, স্বাধীন ও মহৎ। তাঁহার মহত্ব দুই ধারে ছিল এক আধ্যাত্মিক আর

বাহিরের মহত্ত্ব, বিষয়ী লোকেরা তাঁহার সুমার্জ্জিত বুদ্ধি জ্ঞান ও মহত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে আর ঈশ্বর পরায়ণ ভগবৎ ভক্তগণ তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের মহত্ব গ্রহণ ও অনুসরণ করেন। পবিত্রাত্মা ভগবানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও নববিধান প্রচার তাঁহার সুমহান কাজ। কোন ধর্ম্ম প্রচারক, জগতে এত বিস্তৃত কাজ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। যে পর্য্যন্ত সংসার আছে একাল তিনি মানব হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবেন, শত্রু মিত্র কেহই তাঁহাকে দূর করিতে পারিবেন না। তিনি অল্পকালেই দৈহিক লীলা সংবরণ করিলেন, পৃথিবীকে শোক সাগরে ভাসাইলেন।

অহো শুদ্ধ আত্মন! অমর কেশব চন্দ্র! তুমি প্রকৃত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, তুমি অমর দলে মিশিয়া পরম জননীর ক্রোড়ে খেলা করিতেছে এবং নববিধান পালন করিতেছ!

২৮ প্রঃ। নববিধান কি বড় জটিল এবং কঠিন ধর্ম্ম?

উঃ। নববিধানে কোন কাঠিন্য, কৃত্রিমতা নাই, নববিধান অতি সুলভ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় বড় সহজ ধর্ম্ম, কিন্তু মানুষ বিষয় জালে বদ্ধ ও সাংসারিক তরঙ্গে আকুলিত ও রিপুগণ দ্বারা তাড়িত হইয়া ঈশ্বর হইতে বহু দূরে পড়িয়াছে অনেকে বহির্বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া ও শুষ্ক জ্ঞানের পথ ধরিয়া নিরীশ্বর ভাবে হৃদয় মন প্রাণ কঠোর ও মরু ভূমির ন্যায় ধূলীময় অসার করিয়া ফেলাইয়াছে এজন্য নববিধান লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কাজেই ধর্ম্মার্থীদিগের কঠিন তপস্যা করিতে হইয়াছে। মুমুক্ষু সাধকদিগের সহজ মানুষ হওয়া চাই। সহজ মানুষ না হইলে, সহজ ঈশ্বর, সহজ বিধান, সহজ মানুষ ধরা যায় না!

উপসংহার।

এই কলিকালকে পাপ যুগ, লৌহ যুগ, কঠিন যুগ বলিয়া লোকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে। আমি কলিকালকে শ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়া ভক্তি করি, শতমুখে ধন্যবাদ দি। সত্যযুগ হইতে এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম বিধান আবিষ্কার হইয়াছে তাহা সমস্তই কলিযুগে একত্রিত ও জমাট হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা এক ব্যক্তিতে আবদ্ধ ছিল এখন তাহা সহস্র সহস্র লোকে উদ্ঘাটন করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে। আর দেশ বিদেশে, যুগ যুগান্তরের সমুদয় সত্য বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে। এই কলিকালে শ্রীচৈতন্য দেব, হরি নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া প্রগল্‌ভা ভক্তিতে বঙ্গদেশ মাতাইয়া কত মহাপাপীকে পরিত্রাণ করিলেন, আবার প্রায় চারি শত বৎসর পর নববিধানে, হরি নামের বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া, অসংখ্য অগণ্য নরনারী পরিত্রাণ পাইল, হরি নাম পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। এই কলিকালে পৃথিবীর সমস্ত উপদেবতা, উপধর্ম্ম বিনাশ হইয়া সত্য-ঈশ্বর, সত্য-ধর্ম্ম সংস্থিত এবং জীবন্ত ও সত্য ভাবে উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়া জগতে এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ও সচ্চিদানন্দ হরি নামের ধ্বনিতে পৃথিবী কম্পিত ও চতুর্দ্দিগ প্রতিধ্বনিত হইল, হরি নামের ধ্বনি আর কোন যুগে পৃথিবী ময় হয় নাই। ধন্য কলি যুগ! আবার দেখ হিন্দুধর্ম্ম যেমন যুগেযুগে বেদ, শ্রুতি, পুরাণ, আগম এই চারি ভাগে উন্নত হইয়াছে তেমনি চারি অবস্থায় নববিধান পূর্ণ হইল। প্রথমতঃ

বেদ পরে শ্রুতি তৎপর পুরাণ তদনন্তর আগম। নববিধানের বেদে, ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, কেবল আছেন এই মাত্র উপলব্ধি হয়, ইহাই সাধকের প্রথমাবস্থা। শ্রুতিতে, ঈশ্বর প্রাণস্য প্রাণম্ ও পরমাত্মা রূপে সাধকের অন্তরে বিরাজিত থাকিয়া যে কথা বলেন তাহা শ্রবণ করাই শ্রুতি, ইহা সাধকের দ্বিতীয় অবস্থা। পুরাণে, ঈশ্বর ঘটে ঘটে বিরাজিত থাকিয়া, নানা ঘটনাবলীতে লীলা বিহার করিতেছেন, সাধক টের পাইয়া ও সর্ব্বত্র হরি দর্শন, হরি কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তিতে মত্ত হন, ইহা সাধকের তৃতীয় অবস্থা। আগমে, ভগবান ভক্ত হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে ভক্ত তাঁহাকে প্রাণের ভিতর দেখিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন, ভগবানও উত্তর প্রদান করেন। ভক্ত, ভগবানের আদেশ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন, একবারে বাধ্য পুত্রের ন্যায় প্রাণান্ত হইয়া পিতার কার্য্য সম্পাদন করেন, ভক্তের এই অবস্থা গাঢ়তর হইয়া যখন ভক্ত ঈশ্বরপ্রেমে বিহ্বল ও আনন্দরূপ সাগরে মগ্ন হইয়া যান তখন ভক্ত আনন্দময়ী, স্নেহময়ী জননী বলিয়া একবারে আত্মহারা হন। তখন ইহকাল পরকাল একাকার ও সমস্ত নরনারী ভ্রাতা ভগ্নির ন্যায় প্রেমাস্পদ, ও মধুময় হয়, ইহাই ভক্তের চতুর্থ অবস্থা। আমরা নববিধানের প্রেরিতভক্ত শ্রীমদাচার্য কেশবচন্দ্রকে এই চারি অবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে পূর্ণ আদর্শ-মনুষ্য বিশ্বাস করি। এসমস্ত ব্যাপারও এই কলিযুগে হইল। এই কলিতেই আচার্য্যের প্রচারিত নববিধান তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য অনুসরণ করিয়া জীবনমুক্তিলাভ ও সমস্ত নরনারীর হিত সাধন

করিতেছেন। অতঃপর পবিত্রাত্মার নববিধানে, এই কলিযুগে রাজ-ভক্তিবিকাস ও প্রস্ফুটিত হইয়া রাজা প্রজার বড় নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নববিধানের মাহাত্ম্যে আমরা ব্রিটিশ সিংহের দুর্জ্জয় শক্তিকে, ঈশ্বরের রাজ শক্তির প্রতিকৃতি, এবং আমাদিগের শ্রীশ্রীমতি ভারতেশ্বরীকে স্বর্গের রাজ-রাজেশ্বরীর ও পরম জননীর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিশ্বাস করি, ও ভারতেশ্বরীকে আমাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, শরীর, ধন, মান রক্ষক জানিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে ও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং তাঁহার রাজপ্রতিনিধিগণকে ঈশ্বর প্রতিনিধি জানিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত ব্যবস্থা সকল ঈশ্বর প্রেরিত শক্তি ও সত্যালোক বলিয়া বিশ্বাস করি। তাঁহাদের আদেশ, উপদেশ, ও দণ্ডাজ্ঞা সকলই পিতা মাতার কার্য্যের ন্যায় হিতজনক সুতরাং ভারতেশ্বরী ও তৎপ্রতিনিধিগণ আমাদের পিতা মাতা স্বরূপ। নববিধানে, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণ সহ প্রজাবৃন্দের অতি ঘনিষ্ট, ও মধুময় সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইল। নববিধানে স্বর্গ এবং সংসারের সুবন্দোবস্ত ও শান্তি সংস্থাপন প্রভৃতি মহাসমন্বয়ের মহাব্যাপার এই কলিযুগে সংগঠিত হইল। ধন্য ঠাকুর দয়াময়! জয় এবং গৌরব তোমারই! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

শান্তি! শান্তি! শান্তি!

(সমাপ্ত)